সংবাদ

তারিখ ...19 NOV 2012...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১৩ ...

১৭ বছর পর

আসছে নতুন শিক্ষাক্রমের পাঠ্যবই

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দীর্ঘ ১৭ বছর পর পরিবর্তন আসল, জাতীয় শিক্ষাক্রমে। আধুনিক ও যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম। পাল্টে যাচ্ছে সিলেবাস ও বই। গেল বছর সাতটি বইয়ের পর আগামী জানুয়ারির প্রথম দিনই সারাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা হাতে পাবে আরও ১০৪টি নতুন পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে তৈরি নতুন এ বই ছাপার কাজও শেষ পর্যায়ে। শিক্ষার্থীরা হাতে পাবে নতুন শিক্ষাক্রমের বাংলা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) এবং বর্তমানের সমাজ বিজ্ঞানের পরিবর্তে পাবে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়। ষষ্ঠ শ্রেণীর নতুন বিষয় আইসিটি। এদিকে মাধ্যমিক স্তরে প্রথমবারের মতো সব ধারায় (সাধারণ, মাদ্রাসা ও ইংরেজি) শিক্ষায় অভিন্ন শিক্ষাক্রমে তৈরি ছয়টি বিষয়ের ৬৫০ নম্বর হচ্ছে বাধ্যতামূলক। এছাড়া বাধ্যতামূলক বিষয়ের মধ্যে আছে ধর্ম। অভিন্ন নতুন বই হিসেবে শিক্ষার্থীরা পড়বে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) এবং সমাজ বিজ্ঞানের পরিবর্তে হচ্ছে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়। এদিকে বাধ্যতামূলক না হলেও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও এসেছে পরিবর্তন। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে আগামী বছর শিক্ষার্থী ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পাবে পপুলেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট, হিউম্যান আসছে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক :

আসছে : পাঠ্যবই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রাইটস অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ এবং ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি। নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হবে আগামী বছরের ১ জুলাই থেকে। আগামী শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবই তৈরির বিষয়ে রোববার সংবাদ সম্মেলনে নতুন শিক্ষাক্রমের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। মন্ত্রী শিক্ষাক্রমের আধুনিকায়নে সন্তোষ প্রকাশ করে একই সঙ্গে বলেন, বিশ্ব অনেক এগিয়ে গেছে। এগিয়েছে দেশ। ১৯৯৫ সালে প্রণীত শিক্ষাক্রম বহু আগেই তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে। আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য হবে জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি করা। শিক্ষার্থীরা জানবে প্রজনন স্বাস্থ্য, জলবায়ু পরিবর্তন, এইচআইভি/এইডস, অটিজম, তথ্য অধিকার সম্পর্কে। শিশুর মনে দেশপ্রেম ও দেশের প্রতি ভালোবাসার উন্মেষ ঘটানোর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে জাতীয় ইতিহাস, জাতির পিতার জীবনী, অন্যান্য মনীষীদের জীবনী, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস, জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির (ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের সংস্কৃতিসহ) সঙ্গে শিশুদের ধারাবাহিকভাবে পরিচিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এতে ৯০টি বিষয় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম অন্তর্ভুক্ত। নতুন এই কারিকুলাম তৈরিতে দেশের ৫২৫ জন বিশেষজ্ঞ দীর্ঘদিন শ্রম দিয়ে এটি করেছেন। নতুন কারিকুলামে প্রমিত বাংলা বানান চালু করার লক্ষ্যে বানানরীতিতে বাংলা একাডেমীর রীতি মানা হয়েছে। শিক্ষাক্রম তৈরি একটি চলমান ও বিশাল কর্মযজ্ঞ। এখানে ভুলত্রুটি থাকবে। পর্যালোচনা করে আবার তা পরবর্তী বছর ঠিক করা হবে। পরিমার্জন করা হবে। আগামী বছর এটি পরীক্ষামূলক সংস্করণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামাল উদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ সিদ্দিকুর রহমান প্রমুখ।

নতুন শিক্ষাক্রম ও বইয়ের লেখকদের অভিমত, মুখস্থ নির্ভর প্রচলিত শিক্ষাক্রমের পরিবর্তে লেখা, পড়া, দেখা, শোনা ও বলাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে সাজানো হয়েছে পুরো শিক্ষাক্রম। যেখানে শিক্ষার্থীরা শ্রেণী কক্ষেই মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধসহ বাঙালি ইতিহাসের প্রামাণ্যচিত্র দেখতে পারবে এবং জানতে পারবে। বইয়ের বোঝা কমানো এবং পাঠদানকে আনন্দদায়ক করার বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে নতুন শিক্ষাক্রম।

জানা গেছে, এর আগে ১৯৭৬ সালে এবং ১৯৯৫ সালে দু'বার শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছিল। মাধ্যমিকে বর্তমানে যে পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পাঠ্যবই চলছে তা ১৯৯৫ সালে প্রণীত। সরকার ইতোমধ্যে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মূলত একে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার অংশ হিসেবেই এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে সরকার ধাপে ধাপে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে। প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রথমেই এবারের এই পরিবর্তন। শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণমূলক তৎপরতা, কর্মমুখী ও সৃজনশীল দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ আছে নতুন শিক্ষাক্রমে। নৈতিক মূল্যবোধ, দেশাত্মবোধ ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নতুন পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যবই সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দেশের ৪৭ শতাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ৫২ শতাংশ কলেজের শিক্ষক মনে করেন তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ও বিশ্বায়নের বর্তমান চ্যালেঞ্জের সঙ্গে আমাদের প্রচলিত শিক্ষাক্রম সংগতিপূর্ণ নয় যা এনসিটিবির এক গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে। জানা গেছে, নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষার সব ধারায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অভিন্ন বাধ্যতামূলক শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। এছাড়া ৬৫০ নম্বরের বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী), কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বর্তমানের সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ের পরিবর্তন করা হয়েছে। এর পরিবর্তে আসছে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় নামে নতুন বিষয়। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে আমাদের শিক্ষাক্রম ঢেলে সাজিয়েছি। এটি একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, নতুন শিক্ষাক্রমে সৃজনশীলতা ওপর জোর দেয়া হয়েছে। অধ্যাপক মোস্তফা কামাল উদ্দিন বলেন, আগে বই সৃজনশীল ছিল না কিন্তু তারপরেও পড়ালেখাকে সৃজনশীল করতে চেয়েছি আমরা। কিন্তু এখন বই, শিক্ষাক্রমও হবে সৃজনশীল। কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. সিদ্দিকুর রহমান শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, প্রচলিত শিক্ষাক্রমের মুখস্থ নির্ভরতার পরিবর্তে লেখা, পড়া, দেখা, শোনা ও বলাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে সাজানো হয়েছে শিক্ষাক্রম। নতুন পাঠ্যক্রম ও বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারি জানিয়েছেন, বইয়ের বোঝা কমানো এবং পাঠদানকে আনন্দদায়ক করার বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যবই। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশিদ শিক্ষাক্রমের আধুনিকায়ন জরুরি বলে মন্তব্য করেন।

এদিকে রোববার এনসিটিবি জানিয়েছে, অন্যদিকে সহায়ক বই নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীদের অসৎ বাণিজ্য বন্ধ হচ্ছে। পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে আগামী বছর থেকেই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে তুলে দেয়া হচ্ছে বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরেজি গ্রামার সহায়ক বই। সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং বিশেষজ্ঞদের অভিমত, প্রতিবছর সরকার অনুমোদিত সহায়ক বই টাকা দিয়ে কিনতে হয় বলে এর সুবিধা গ্রহণ করতে পারে কেবল শহরের নামিদামি কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাই। সারাদেশের শিক্ষার্থীরা সহায়ক বই পড়তে পারে না। পাঠ্যবইয়ের মতো বিনামূল্যে দেয়া হলে একদিকে যেমন এই বই নিয়ে অসাধু ব্যাবসায়ীদের অসৎ বাণিজ্য বন্ধ হবে তেমনি বই হাতে পাবে সারাদেশের শিক্ষার্থীরা।